সংবাদ

তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২

ছাতকে শাখাইতি প্রা.স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনে পাঠদান

তমাল পোদ্দার, ছাতক

ছাতকের চরমহল্লা ইউনিয়নের শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে জরাজীর্ণ ভবনে। বিশুদ্ধ পানির অভাব, জরাজীর্ণ ভবন, আসবাবপত্র ও শিক্ষক সংকট যেন বিদ্যালয়ের পিছু ছাড়তে চায় না। ওই কারণে বিদ্যালয়ে প্রকৃত পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। শিক্ষার্থীরাও স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে রয়েছে বঞ্চিত।

সমস্যা-দুর্ভোগে জর্জরিত ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা যায়, ছাতক-জাউয়াবাজার সড়কের চরমহল্লা ইউনিয়নের চরচৌড়াই-আশাকারচরে ১৯৪১সালে শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। তৎকালীন সময়ে স্থানীয়দের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আশপাশ এলাকায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। ওই দিক চিন্তা করে শিক্ষা প্রসারের জন্য আশাকারচর গ্রামের শিক্ষাবিদ আজব আলী প্রায় ১ একর ভূমি দান করেন। তখন কোন মতে বাঁশ-ধাড়ার টিন সেডের ঘরে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হতো।

প্রতিষ্ঠার প্রায় ৫১বছর পর ১৯৯২ সালে বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ করে টিনশেডের আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করা হয় সরকারিভাবে। ৩টি শ্রেণী কক্ষ ও একটি অফিস কক্ষে ভাগ করে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম চলে আসছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শিলাবৃষ্টির কারণে চালার পুরাতন টিন বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে ফুটো হয়ে টিন দিয়ে অবিরাম পানি পড়ে। অল্প বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের মেঝে দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়াতে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা অস্বস্তিকর পরিবেশে শিক্ষা গ্রহন করতে হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ করতে হয় ফুটো দিয়ে পড়া বৃষ্টির পানিতে ভিজে। ২০০৭-০৯ অর্থবছরে পিইডিপি-২'র আওতায় বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মাণ হয়। কিন্তু ভবনটির অবস্থাও এখন নাজুক। ভবনের বারান্দা মাটিতে ডেবে গিয়ে ফাটল ধরেছে। ভবনের দুটি কক্ষে কোন রকমে পাঠ দান করানো হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ দানে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা ও পারিপার্শিক বিভিন্ন সমস্যা। প্রায় ৪৫০জন শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে রয়েছেন ৫ শিক্ষক। ডেস্ক-বেঞ্চ স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের গায়ের সাথে গা জড়িয়ে শ্রেণী কক্ষে বসতে হয়।

পরীক্ষার সময় হলে দেখা দেয় আরো বেশি সমস্যা। রয়েছে দীর্ঘদিনের ওয়াশব্লক ও বিশুদ্ধ পানির সমস্যা। বিশুদ্ধ পানির জন্য বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল থাকলেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ টিউবওয়েলটিকে ব্যবহারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। পানীয়যোগ্য পানির অভাবে শিক্ষার্থীরা আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে। ওই কারণে তাদের নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

অপরদিকে দুর্বল পরিচালনা কমিটির দায়িত্বহীনতার সুযোগে বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ভূমি ইতিমধ্যেই বেদখল হয়ে গেছে।

দখলদাররা বিদ্যালয়ের ভূমি দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কোন বাধা-বিঘ্ন না থাকায় বিদ্যালয়ের ভূমিতে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে ভূমিখেকোরা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ফাতেমা বেগম জানান, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতসব সমস্যা থাকলে স্বাভাবিক পাঠদান করা সম্ভব হয় না। তিনি জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য হুসিয়ার আলী জানান, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মানিক চন্দ্র দাস জানান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।